দৈনিক জনকণ্ঠ

74

13 OCT 1996

তারিখ 13 OCT 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম

জগন্নাথ হলের মতো ধসে যেতে পারে ঢাকা কলেজের ৩ নম্বর গ্যালারি

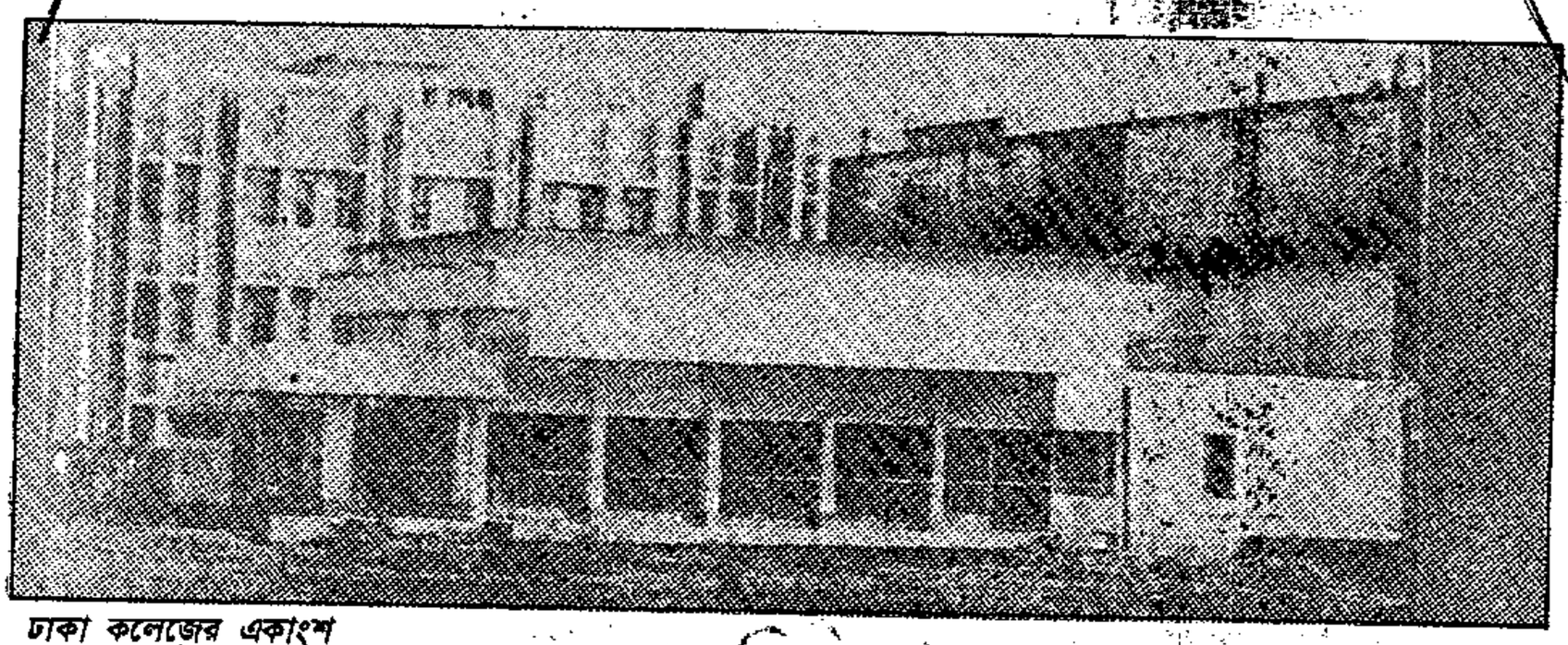

ঢাকা কলেজের একাংশ

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজের বয়স প্রায় দেড় শতাব্দী পার হয়ে গেছে। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যে অনেক কৃতী সন্তান এই ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছেন। ১৮৫৮ সালের বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও লেখক যদুনাথ বসু ৭ মার্ক গ্রেস পেয়ে এ কলেজ থেকেই পাস করেছিলেন। তাঁর এক বছর আগে ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে ঢাকা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। দেশের সর্বকালের এই শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজে বর্তমানে যে দশা বিরাজ করছে, তাতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হতে আর বেশি দিন নেই। বিগত দেড় শ' বছরে ঢাকা কলেজ শিক্ষাগত এবং ঐতিহ্যগত সুনাম যে হারে অর্জন করেছে সেক্ষেত্রে কলেজের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বের কোন উন্নয়নই ঘটেনি। কারণ এই শ্রেষ্ঠ কলেজটিতে কোন প্রশাসন ভবনই নেই, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক সঙ্গে বসবার কোন ব্যবস্থা নেই, ৫টি গ্যালারি রয়েছে কিন্তু তাতে আসবাবপত্র নেই। ৩নং গ্যালারি তো তালা বন্ধ থাকে, যদি খোলা থাকত তাহলে জগন্নাথ হলের মতো আর একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেত এত দিনে। শিক্ষকরা নিরুপায় হয়ে ঐ গ্যালারি ভবনে তালা দিয়ে রেখেছেন। আরও জানা যায় ১৯৭২ সালে আরও দুইটি গ্যালারি নির্মাণের কাজ শুরু হয় কিন্তু আজ ২৪ বছর হলো ঐ গ্যালারি অর্ধনির্মিতভাবেই পরে আছে, কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কি কারণে এই গ্যালারি ভবনের কাজ শেষ হয়নি তা এখনও জানা যায়নি।

একটি কলেজ থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার চারপাশে থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার বিশাল আবহাওয়া। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই কলেজের শুধু ভিতর অবস্থাই দুর্দশাগ্রস্ত নয়, কলেজের চারপাশের বিরূপ অবস্থাও এই কলেজের ছাত্রদের ওপরে ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কলেজ ছাত্র সংসদের কয়েকজন ছাত্র এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ জোড় আপত্তি তুলে বলেন, বহুল পরিচিত ফেন্সিডিল, গাঁজা, এমপল ইত্যাদি কেনাবেচা হয় ঢাকা কলেজের বাঁ পাশের দেয়াল ঘেঁষা মার্কেটের ছাদের ওপরে বা আনাচে-কানাচে। নতুন নতুন কলেজে উঠে আসা ছেলেগুলো পড়াশুনার লাগাম ছেড়ে সহজলভ্য এই নেশা জাতীয় দ্রব্য হাতের কাছেই পায়। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

কলেজ ছুটি হলে ছাত্র ও শিক্ষকদের যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা হয়। গেটের সামনে বিশাল টেম্পো স্ট্যান্ড, ছোঁ খাটো এক গাদা ছিন্নমূল দোকান পাট ইত্যাদির সমাগম এই কলেজের পরিবেশ রীতিমতো স্টক একচেঞ্জ বা দিলকুশার ডলার মার্কেটের মতো, তারপরে নিউমার্কেটের ভিড় তো প্রতিদিনের। সব মিলিয়ে ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ ভীষণ অসুবিধার মধ্যেও এই প্রতিষ্ঠান সাধ্যমতো চালিয়ে এর সুনাম এখনও অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ঢাকা কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

এনাম সরকার